পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষার্থীদের অসহযোগ আন্দোলন

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীদের অসহযোগ আন্দোলন।

৮ দফা দাবিতে পাবনা সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অসহযোগ আন্দোলন পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। রবিবার (২০ জুলাই) সকাল ১০টা থেকে পাবনা সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। তবে আগামীকাল সোমবার (২১ জুলাই) সকাল পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা।

৮ দফা দাবিগুলো হচ্ছে– সংশোধিত কারিকুলাম বিষয়ক তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নোটিশ আকারে প্রকাশ করতে হবে, সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে গ্রেডসহ ফলাফল প্রকাশ করতে হবে, ২০২১-২০২২ সেশনের লেভেল-২, টাম-২ ও ২০২২-২০২৩ সেশনের লেভেল-১, টাম-২ ফলাফল পুনরায় গ্রেডসহ প্রকাশ করতে হবে।

সেমিস্টার ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা চালু ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ইয়ার ড্রপের নির্দিষ্ট কারণ ও প্রশাসনিক ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৯ বছরেও শিক্ষক সংকট কাটাতে পারিনি তার লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে, বর্তমান শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে বিস্তারিত জানাতে হবে।

কোনো নীতিমালা গোপনে পরিবর্তন বা প্রয়োগ করা যাবে না, নতুন নীতিমালা ওয়েবসাইটে নোটিশের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

ুন

বান্দরবানে সারজিস আলমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান

পাবনা সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হাবিবুল্লাহ বাশার বলেন, আমাদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম যে দাবি শিক্ষক সংকট নিরসন করতে হবে, বর্তমানে দেখা যায় ৮ থেকে ১২ জন শিক্ষক দিয়ে প্রত্যেকটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। যা চাহিদার তুলনায় খুবই সীমিত। শিক্ষক সংকট থাকায় ৬ মাসের কোর্স অতিথি শিক্ষক দিয়ে ৪-৫ দিনে শেষ করানো হয়।

ল্যাব সঠিকভাবে শেষ করতে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু পাঠ ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, নতুন কোনো প্রকার শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে, একের পর এক নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলে যাচ্ছে। এই বছর সিলেট ও মাদারীপুরে শুধু অধ্যক্ষ এবং বাবুর্চি দিয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ১২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। যেটা শিক্ষার সঙ্গে প্রহসন। বস্ত্র মন্ত্রণালয় বারবার স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।

পাবনা সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বখতিয়ার হোসেন জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। যেসব যৌক্তিক দাবি রয়েছে তা অবশ্যই মেনে নেওয়া হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।